তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম

প্রসঙ্গ : বিকৃতি

গত ১৩-৯-৮৩ইং তারিখে ইত্তেফাকে প্রবীণ সাংবাদিক সওগাত সম্পাদক জনাব নাসিরুদ্দিন সাহেবের বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতা ও গানের বিকৃতির বিষয়-সম্বলিত বক্তব্য প্রথম পাতায় ছাপার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ইত্তেফাক আমাদের দেশের একমাত্র পত্রিকা যাহা কখনো সত্য কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। সত্য ঘটনা এবং সত্য কথাকে যাহারা বিকৃত করে তাহাদেরকে বিকৃত রুচির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ ব্যাপারে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে চাই। আমার মেয়ে ধানমণ্ডির একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। তাহার ইংরেজী বইটির নাম 'দি রেডিয়েন্ট ওয়ে' এবং অঙ্ক বইয়ের নাম 'ট্যাবলস্ বুক'। এই দুইটি বই ভারতে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। ইংরেজী বইটির মাঝখানে এক জায়গায় লিখা পার্ক হ্যাজ এ ডগ, 'দি নেম অব হিজ ডগ ইজ সুলতান। (পার্কের একটি কুকুর আছে, কুকুরটির নাম সুলতান)। এই বইটি ছিড়িয় গেলে আমার মেয়ে আর একটি নূতন বই কিনিয়া দেওয়ার জন্য বায়না ধরে। আমি নিউ মার্কেট হইতে আর একটি নূতন রেডিয়েন্ট ওয়ে কিনিয়া আনি। ঠিক ঐ জায়গায় গিয়া আমার মেয়ের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কারণ, নূতন বইটিতে লিখা পার্ক হ্যাজ এ ডগ, দি নেম অব দি ডগ ইজ ল্যাসী (পার্কের একটি কুকুর আছে, কুকুরটির রাম ল্যাসী)। আগের বইটিতে কুকুরের নাম সুলতান আর এই বইটিতে ল্যাসী কেন হইল, আমার মেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। আমি দুইটি বইয়ের মলাট মিলাইয়া যাহা আবিষ্কার করিলাম তাহা হইল, আগের বইটি দিল্লীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং দ্বিতীয় বইটি ঢাকাতে মুদ্রিত। দিল্লীতে একটি কুকুরের নাম সুলতান বলিয়া যোগ্য মনে করা হইয়াছে আর ঢাকায় কুকুরের নাম ল্যাসী যথার্থ হিসাবে মনে করা হইয়াছে। অঙ্কের বইটিতে কতগুলি মুদ্রার ছবি ছাপানো হইয়াছে এবং সকল মুদ্রাকেই আমাদের দেশীয় মুদ্রা হিসাবে শিখানো হইতেছে অথচ সব কয়টি মুদ্রার ছবিই ভারতের, আমাদের পাঁচ পয়সার মুদ্রা আর ভারতের এক পয়সার মুদ্রার ছবি প্রায় একই। কোমলমতি শিশুরা দারুণভাবে বিভ্রান্ত হইতেছে। কাজেই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, অবিলম্বে এসব বিকৃতকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করা হউক, নচেৎ আমাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে বাঁচানো দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

—সেলিনা চৌধুরী, ১২, মালীবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।